মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের বিভক্তির দায় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর- আব্দুল মান্নান

সম্প্রতি একটি জনসভায় মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল মান্নান দাবি করেছেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের আজকের যে বিভক্তি এর সম্পূর্ণ দায় মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের।

তিনি আরও বলেন, ‘আগামী নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আবার ক্ষমতায় আনতে হবে, ভোট নৌকায় দিতে হবে। জামায়াত-বিএনপির নৈরাজ্যের পাশাপাশি আরেকটি নৈরাজ্য গত ১০ বছর ধরে মেহেরপুর জেলাকে গ্রাস করছে। মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের আজকের যিনি সভাপতি, তিনি মনে করেন আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের কোন সিএস-আরএস রেকর্ড নাই। উনি মনে করছেন সিএস-আরএস রেকর্ড সব উনার। আজকের সভাপতি জেলা আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং ডাকেন না। নেতা কর্মীদের সাথে কথা বলতে চান না। আজকে আওয়ামী লীগের বিভক্তি হওয়ার পরও তিনি দলের সিনিয়র নেতাদের একবারও আলোচনার জন্য আহ্বান জানাননি। আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে পরিবর্তন চাই। পরিবর্তন করে দলীয় সভানেত্রী যাকে মনোনয়ন দেবেন তার পক্ষে সম্মিলিতভাবে কাজ করে আমরা নৌকাকে বিজয়ী করবো। বিভিন্ন সংস্থা, গোয়েন্দা সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ও সাংবাদিকদের আমি অনুরোধ করছি আপনারা আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর কাছে তুলে ধরুন।আমরা পরিবর্তন চাই।’

দর্শনা প্রেসক্লাবের সদস্যদের সাথে মনোনয়ন প্রত্যাশি

শাহরিয়ার লল্টু মতবিনিময়

চুয়াডাঙ্গা-২ আসন থেকে দখলবাজ, স্বর্ণ চোরাচালান, মাদক কারবারী ও দৃনির্তি মুক্ত করার প্রত্যয় নিয়ে মাঠে নেমেছে নৌকা প্রতিকের মনোনয়ন প্রত্যাশি বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর্জা শাহরিয়ার মাহমুদ লন্টু।

গতকাল সন্ধ্যায় মতবিনিময় সভায় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দর্শনা প্রেসক্লাবের উন্নয়নে আনুদান প্রদান করেন। এসময় তিনি যুদ্ধকালিন স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে বলেন, ১৯৭১ সালে মদনা গ্রামে সমর সম্মুখ যুদ্ধে আমার বেঁচে থাকার কথা ছিলো না। মহান আল্লাহ সেদিন আমাকে বাঁচিয়ে ছিল। সেই থেকে আমি আমার এলাকায় পিছু টানে। আমার বড় ভাই মীর্জা সুলতান রাজার স্বপ্ন পূরণে আমার এলাকা জীবননগর ও দামুড়হুদা উপজেলার মানুষের উন্নয়নে কাজ করার ইচ্ছা রয়েছে। মাননীয় প্রধান মন্ত্রি যদি আমাকে নৌকা প্রতিক দিয়ে মনোনীত করেন তাহলে আমি বিজয় হয় এলাকার মানুষের জন্য কাজ করে যাবো।

তিনি আরো বলেন, নিয়োগ বানিজ্য, মাদক চোরাচালান, স্বর্ণ পাচার ও টেন্ডার বাজি ও দখল মুক্ত করতে কাজ করে কাজ করবো।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, যুদ্ধকালিন দামুড়হুদা ও আলমডাঙ্গ এ্কাংশের গেরিলা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমান জোয়ার্দ্দার।

আরো উপস্থিত ছিলেন, বিটিভির চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি সাংবাদিক রাজন রাশেদ, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি আওয়াল হোসেন, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব মামুন, এফ এ আলমগীর, চঞ্চল মেহমুদ, আব্দুর রহমান, ওয়াসীম রয়েল ও ফরহাদ হোসেন প্রমুখ। মতবিনিময়সভা পরিচালনা করেন ইকরামুল হক পিপুল।

দামুড়হুদার চিৎলায় আওয়ামীলীগের শান্তি-উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদার চিৎলার মোড়ে শান্তি-উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকাল ৪টার সময় বিএনপি জামায়াতের নৈরাজ্য ও অবৈধ হরতাল-অবরোধের প্রতিবাদে দামুড়হুদার চিৎলার মোড়ে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের আয়োজনে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের ত্র্যাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক উপকমিটির সদস্য মো হাশেম রেজা।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের ৫নং ওয়ার্ড সভাপতি আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন জুড়ানপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি মো আইন উদ্দিন মন্ডল, নাটুদহ ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি ইন্নাল শেখ, নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি মোহাম্মদ আলী, জীবননগর উথলী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি সরফরাজ আলী, মদনা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের নেতা বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম, জুড়ানপুর ইউনিয়ন কৃষকলীগের ১নং ওয়ার্ড সভাপতি শরিফ উদ্দীন, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের নেতা আবু কাইজার মাস্টার, মদনা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের নেতা আবেদ বিশ্বাস, নতিপোতা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের নেতা পিজির আলী, নাটুদহ ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের নেতা জসিম উদ্দিন খান, আওয়ামী লীগ নেতা জান মোহাম্মদ, আবদুল হামিদ, জীবননগর পৌর যুবলীগের সাবেক সহ সভাপতি জসিম উদ্দিন মিন্টু, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ সভাপতি নাসির উদ্দীন।

এসময় অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগ নেতা হাবিবুর রহমান হাবি, মশিউর রহমান তুশার, রিংকু, শাকিল আহমেদ, বকুল ও আ:কুদ্দুস প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার কালিদাসপুরে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ

আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুরে বিএনপি-জামায়াত চক্রের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র, আগুন সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও অপতৎপরতার প্রতিবাদে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে কালিদাসপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ইউনিয়ন যুবলীগের উদ্যোগে শান্তি সমাবেশ ও উন্নয়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে দিলীপকুমার আগরওয়ালা বলেন, বিএনপি-জামায়াতের নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে সকলকে সৈচ্চার হতে হবে। তারা সন্ত্রাসী সংগঠন। বিএনপি পুলিশ, সাংবাদিক ও আনসার মারা রাজনীতি করছে। দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে, দেশকে পিছিয়ে ফেলার লক্ষ্যে তারা আগুন সন্ত্রাসী করছে। বঙ্গবন্ধুর দেখানো আদর্শের পথেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। আপনারা নির্বাচনে আসেন, ইতিপূর্বে মত মনোনয়ন বাণিজ্য আর হচ্ছে না। দেশে দ্রব্যমূল্য যেমন বেড়েছে তেমনি মানুষের মাথাপিছু আয়ও বেড়েছে। এদেশে না খেয়ে মরার মত কোন মানুষ নেই, হয়ত কিছু মানুষ কষ্টে থাকতে পারে। বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের নির্দেশে তৃণমূল নেতারা জান-মালের ক্ষতি করে চলেছে।

তিনি আরো বলেন, দচুয়াডাঙ্গা জেলার মাটি আওয়ামীলীগের ঘাটি হিসেবে আবারো প্রমাণ করতে হবে। আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকলে দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়। আপনারা সরকারের উন্নয়নের চিত্র সাধারণ মানুষের নিকট তুলে ধরবেন। বিএনপি ক্ষমতায় থেকে এতিমের টাকা মেরে খেয়েছে। তাদের ভোট দিয়ে দেশের মানুষ কুয়ো কেটে কুমির নিয়ে আসবে। এমনটা কোনদিনও বিএনপির স্বপ্ন পূরণ হবে না। গত ১৫ বছরে দেশের আমূল পরিবর্তন করেছে আওয়ামীলীগ সরকার। মেট্রোরেল দেশের মানুষ কখনো স্বপ্নেও দেখেননি। এখন উত্তর থেকে মতিঝিলে ৪৫ মিনিটেই পৌঁছে যাওয়া যায়। পদ্মাসেতু হয়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে ঢাকায়

যেতে ৩ ঘন্টার উর্ধে লেগেছে। যা ইতোপূর্বে ৬/৭ ঘন্টা লেগে যেতো। আমরা শান্তিতে বিশ্বাসী, অশান্তি কখনো মেনে নিবো না। বিএনপি গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চায়। তারা বিদেশী প্রভুদের উপর নির্ভরশীল। আমরা নির্বাচন করবো, জামায়াত-বিএনপি নির্বাচন ঠেকাতে পারবে না। আমার লক্ষ্য এই এলাকার মানুষকে স্ব-নির্ভর হয়ে দেখতে চাই। আমি সবাইকে নিয়ে স্মার্ট চুয়াডাঙ্গা গড়তে চাই। ঘুষ-দুর্নীতি ও মাদক মুক্ত আলমডাঙ্গা-চুয়াডাঙ্গা গড়তে চায়। আমি ৫ বছরে চুয়াডাঙ্গার আমূল পরিবর্তন করতে চাই।

শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে আলমডাঙ্গা উপজেলা সাবেক কমান্ডার বীরমুক্তিযোদ্ধা শফিউর রহমান জোয়াদ্দার সুলতানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক কাওসার আহমেদ বাবলু, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউল হক, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, জেলা যুবলীগের যুগ্নআহবায়ক জিল্লুর রহমান, জেলা কৃষকলীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক মোমিনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক জোয়াদ্দার, পদ্মবিলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু তাহের বিশ্বাস, কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান বীরমুক্তিযোদ্ধা মইনুদ্দিন পারভেজ, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শাখাওয়াত হোসেন টাইগার, খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম দিপু মাস্টার, খাসকররা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন মাস্টার, গাংনী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক রকিবুল হাসান, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য তপন কুমার বিশ্বাস, হাসিবুল ইসলাম, কমল কুমার বিশ্বাস, জনি মেম্বার।

অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করেন সাইফুল ইসলাম ও রেজাউল ইসলাম বাবু।

আলমডাঙ্গায় দিলীপ কুমার আগরওয়ালার শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বিএনপি-জামায়াত চক্রের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র, আগুন সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও অপতৎপরতার প্রতিবাদে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কুমারী ইউনিয়ন কৃষকলীগের আয়োজনে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৪ টায় উপজলার কুমারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ শান্তি সমাবেশ ও উন্নয়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য দিলীপ কুমার আগরওয়ালা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে দিলীপকুমার আগরওয়ালা বলেন, আওয়ামীলীগ থাকলে দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়। দেশের মানুষ অভাবে নেই। জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে হাজারো মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে। বিএনপি-জামায়াত উন্নয়ন চায় না, কখনো তারা চাইও নি। দেশ যখন উন্নয়নের অগ্রগতিতে এগিয়ে চলেছে ঠিক তখনই বিএনপি-জামায়াত আগুন সন্ত্রাসী শুরু করেছে। যখন নির্বাচন আসে তখন তাদের জ্বালা ধরে যায়। বিএনপি-জামায়াত আগামি নির্বাচন বানচাল করার লক্ষ্যে আগুন সন্ত্রাস শুরু করেছে। এদেশের মানুষ শান্তিপ্রিয়। তবে- সরকার মেগাপ্রকল্প সহ দেশের উন্নয়নের যে ভুমিকা রাখছে তা নিরুৎসাহ করতে তারা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের যুগ্নসাধারণ সম্পাদক একরামুল হক বুলুর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক কাওসার আহমেদ বাবলু, জেলা যুবলীগের যুগ্নআহবায়ক জিল্লুর রহমান, জেলা কৃষকলীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক মোমিনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক জোয়াদ্দার, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক কাজী রবিউল হক, পদ্মবিলা

ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু তাহের বিশ্বাস, কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান বীরমুক্তিযোদ্ধা মইনুদ্দিন পারভেজ, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শাখাওয়াত হোসেন টাইগার, খাদিমপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম দিপু মাস্টার, খাসকররা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন মাস্টার, গাংনী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক রকিবুল হাসান, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য তপন কুমার বিশ্বাস, হাসিবুল ইসলাম, কমল কুমার বিশ্বাস, জনি মেম্বার। শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ উপস্থাপনা করেন আব্দুল মালেক।

মেহেরপুরে জেলা আওয়ামী লীগের উন্নয়ন ও শান্তি সমাবেশ

মেহেরপুরের শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে জামায়াত-বিএনপির হরতাল, অবরোধ, অগ্নি সন্ত্রাস, নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রতিবাদে ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষে জেলা আওয়ামী লীগের শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ সম্পন্ন হয়েছে৷

আজ বৃহস্পতিবার (৯ নভেম্বর) বিকাল সোয়া ৪ টায় এই শান্তি সমাবেশ শুরু হয়। সমাবেশে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল নিয়ে এসে যোগ দিয়েছেন। একপর্যায়ে শান্তিসমাবেশটি জনসমুদ্রে পরিণত হয়।

সমাবেশটি মুলত জামাত-বিএনপি’র নৈরাজ্যের প্রতিবাদে হলেও এর পাশাপাশি মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বিরুদ্ধেও একাট্টা হয়েছেন

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়

সমাবেশে সকল বক্তা তাদের বক্তব্যে দলের সিনিয়র নেতাদের অবমূল্যায়ন করা সহ নানা অভিযোগ এনে মেহেরপুর -১ সংসদীয় আসনে নৌকার মাঝি পরিবর্তনে দলীয় সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড, ইয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক অ্যাডভোকেট ও জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের সঞ্চালনায় শান্তি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদিন, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক অ্যাড. মিয়াজান আলী, সহসভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপ কমিটির সদস্য এম এ এস ইমন, যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান কামরুল হাসান চাদু, সদর উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌর কাউন্সিলর আল মামুন, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম সাজু প্রমুখ।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাবেন না : ইনু

মানবাধিকারের নামে বিদেশি বিশ্ব সংস্থাগুলো বাংলাদেশের দণ্ডিত অপরাধী ও চিহিৃত সন্ত্রাসীদের পক্ষে যে ভাষায় ওকালতি শুরু করেছে তা বিশ্ব সংস্থার মর্যাদা ক্ষুন্ন করছে বলে মন্তব্য করেছেন হাসানুল হক ইনু।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক না গলাতে বিদেশি সংস্থার প্রতি আহ্বান জানান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও জাসদ সভাপতি।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার তালবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ২ কোটি ৭৪ লাখ টাকা ব্যয়ে নতুন চার তলা একাডেমিক ভবনের উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন ইনু।

এ সময় হাসানুল হক ইনু বলেন, ইসরায়েলের আক্রমণে গাজায় যে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে সেটা বাঁচানোর চেষ্টা না করে বাংলাদেশের দণ্ডিত অপরাধীদের পক্ষে ওকালতি করা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের শামিল।

এসময় জেলা জাসদের সভাপতি গোলাম মহসিন, মি,রপুর উপজেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আহম্মদ আলী, মিরপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) জহুরুল ইসলাম, তালবাড়ীয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি আরিফুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক দিলারা জোয়ার্দারসহ জাসদের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় যুব মহিলা লীগের অবস্থান কর্মসূচি পালন ও শো

ডাউন

বিএনপি- জামায়াতের ডাকা তৃতীয় ধাপের মতো অবরোধের নাশকত ঠেকাতে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশি আফরোজা পারভীনের নেতৃত্ব অবস্থান কর্মসূচি পালন ও শো ডাউন করেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগ।

আজ বুধবার সকাল ৯ টা থেকে নেতা-কর্মীদের নিয়ে অবস্থান কর্মসূচি ও ভ্যানযোগে নেতাকর্মীদের নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় বড় বাজার কোর্ট মোড় একাডেমি মোড় রেল স্টেশন এলাকায় সারা দেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি জামায়াতয়ের ডাকা অবরোধ কর্মসূচি বানচান করার জন্য এবং সাধারণ মানুষ ভয় না পেয়ে যাতে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে এই জন্য উৎসাহিত করেন এবং জেলার বিভিন্ন স্থানে শো ডাউন করেন জেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দের।

বিএনপি জামায়াত জোটের তৃতীয় ধাপের মত ছিল অবরোধের প্রথম দিন। এদিকে, বিএনপি নির্বাচন বানচালে নাশকতা করতে চায় জানিয়ে আওয়ামী লীগও মাঠে থাকার ঘোষণা দিয়েছে।

অবস্থান নেওয়া চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশী আফরোজা পারভিন বলেন,বিএনপি-জামায়াত হরতাল, অবরোধ ও সমাবেশের নামে যাতে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনগণের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি সাধন, রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিনষ্ট এবং ধ্বংসাত্মক অপতৎপরতা নামে নির্বাচন বানচাল করা সহ তারা দেশকে একটি অস্থিতিশীল অবস্থায় নিয়ে যেতে চায়। আমরা তাদের এই সহিংসতার বিরুদ্ধে, জনগণের জানমাল রক্ষায় শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করছি। কোনো ধরনের সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী

লীগের পাশাপাশি চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগ ও সর্বস্তরের নেতাকর্মী সমর্থকদের সর্বাত্মক সতর্ক অবস্থানে থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানান তিনি। শো ডাউন শেষে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের কার্যালয়ের সামনে নেতাকর্মীদের নিয়ে শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভীন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন,সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার , সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, পূর্ণিমা হালদার, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন,মিমি খাতুন, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ রাতুল, সাকিব শেখ, মাহফুজ, আকাশ,কুতুব, রিপন,শাওন, সিফাত,জিরান,সেজান ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে দেশের অনেক উন্নয়ন হয়েছে : ইনু

‘আওয়ামী লীগ ও জাসদের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক বিরোধ নেই বলে জানিয়েছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রীক দল-জাসদ সভাপতি ও হাসানুল হক ইনু।

তিনি বলেন, খন্দকার মুশতাকের দালালেরা দলকে দুর্বল করার চেষ্টা করে। মুশতাকের মত ঘাপটি মেরে থাকা দালালদের পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া বাধানোকে আমরা আমলে নিচ্ছি না।’

আজ বুধবার দুপুরে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজের উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘বিএনপি, জামায়াত এবং কতিপয় বিদেশি চক্র নির্বাচন ও গণতন্ত্র নিয়ে হৈচৈ করছে। এর ভেতরে বিএনপি-জামায়াত চক্র এমন সব কর্মসূচি দিচ্ছে তাতে দেশের অর্থনীতি, মানুষের জানমাল এবং শান্তি নষ্ট হচ্ছে। হৈচৈর আড়ালে চক্রটি সরকার অদল-বদলের একই সুরে তানপুরা বাজাচ্ছে। এর মাধ্যমে ৭৫, ৮২ ও ১/১১ ঘটানোর একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। একটা তাবেদার সরকার বানানোর চেষ্টা চলছে।’ কোনো অজুহাতেই বা চক্রান্তে সাংবিধানিক ধারা বানচাল করতে দেওয়া হবে না বলেও জানান তিনি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে দেশের অনেক উন্নয়ন হয়েছে উল্লেখ করেজাসদ সভাপতি বলেন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দিয়েছেন আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গ্রামে কিংবা শহরে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই, এমন বাড়ি খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছে সরকার।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনা যে কষ্ট করে গ্রামের যে রাস্তা ও বিদ্যুৎ দিয়েছে এই (কচুবাড়ীয়া) গ্রামের রাস্তা কি কখনো শেখ হাসিনা দেখেছে। এটা দেখেছে এই আসনের এমপি হাসানুল হক ইনু। শেখ হাসিনার চোখ হলো ইনুর চোখ আর ইনুর চোখ মানেই এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মেম্বারের চোখ।

তিনি আরও বলেন, সরকারের প্রচেষ্টা ছিল বলেই উন্নয়ন তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছেছে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা থাকলে দেশের উন্নয়ন টেকসই হবে। এ সময় তিনি আগামী নির্বাচনে শেখ হাসিনাকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

মিরপুর উপজেলা জাসদের সাধারন সম্পাদক আহম্মদ আলী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জহুরুল ইসলাম, উপজেলা সহাকরী কমিশনার ভুমি) হারুন অর রশীদ, জেলা জাতীয় যুবজোটের সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমানসহ জাসদ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি’র সেজো ভাই শহিদুল আলমের মৃত্যু

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি’র সেজো ভাই শহিদুল আলম মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

গতকাল সোমবার (৭ নভেম্বর) দিবাগত রাত পৌনে ১০টায় রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে মারা যান। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদফতরে সুনামের সাথে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ কন্যা ও ১ পুত্রসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

শহিদুল আলমের মৃত্যুতে কুষ্টিয়ায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ গভীর দুঃখ ও সমবেদনা জানিয়েছেন। কুষ্টিয়া-১ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আ. কা. ম. সারোয়ার জাহান বাদশা, কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ, কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক এহেতেশাম রেজা, পুলিশ সুপার এ এইচ এম আব্দুর রকিব, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আজগর আলী, কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলী, জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি হাজী রবিউল ইসলাম, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি রাশেদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা, সাংবাদিক ইউনিয়ন কুষ্টিয়ার সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান, জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শেখ আবু সাইদ, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট অনুপ কুমার নন্দী, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট আ. স. ম আখতারুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক রেজাউল হক,শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি তাইজাল আলী খান, সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতা, বিএমএ কুষ্টিয়ার সাধারষ সম্পাদক ডা. আমিনুল হক রতন, জেলা কৃষকলীগের সভাপতি মকবুল হোসেন লাবলু, জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, ব্যারিস্টার গৌরব চাকী, জেলা বাস মালিক চালক সমিতির সভাপতি আক্তারুজ্জামান, জেলা যুবলীগের সভাপতি রবিউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল ইসলাম স্বপন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ইয়াসির আরাফাত, সাধারণ সম্পাদক মানব চাকী, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আতিকুুর রহমান অনিক, সাধারণ সম্পাদক শেখ হাফিজ

চ্যালেঞ্জ প্রমুখ।

শহিদুল আলমের মৃতু্তে মেহেরপুর থেকে বিভিন্ন জন শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন। মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক, জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, অনলাইন ইনচার্জ খান মাহমুদ আল রাফি।

শোক বার্তায় বিশিষ্টজনেরা প্রয়াত শহিদুল আলমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানান।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফের বাবা আফছার আলী ও রত্নগর্ভা মা রহিমা বেগম পাঁচ ছেলে ও চার মেয়ের জনক-জননী। পাঁচ ভাই হলেন: রবিউল আলম, রশিদুল আলম, শহিদুল আলম, রফিকুল আলম এবং সবার ছোট মাহবুবউল আলম হানিফ।

মাহবুবউল আলম হানিফের মেজো ভাই আওয়ামী লীগের সংসদীয় বোর্ডের সদস্য রশিদুল আলম। তিনি একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা।

মাহবুবউল আলম হানিফ ২০১০ সাল হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ সহকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৮তম কাউন্সিলের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদ লাভ করেন। পরবর্তীতে ২০১২, ২০১৬ ও ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত ১৯, ২০ ও ২১তম কাউন্সিলেও তাকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে পুনঃ দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ২০২২ সালে আওয়ামী লীগের ২২তম কাউন্সিলের মাধ্যমে পুনরায় কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং বর্তমানে এই দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।